১২ ই ফেব্রুয়ারী : ডারউইন দিবস -২০০৭

আজ ১২ ই ফেব্রুয়ারী, মুক্ত-মনা সহ নানা প্রগতিশীল, বিজ্ঞানমনস্ক এবং মানবতাবাদী সংগঠন মহাসমারোহে আজ *ডারউইন দিবস* পালন করছে। মুক্তমনা এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত এ দিনটি পালন করছে। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে গতবছর আমাদের আয়োজন বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মননশীল মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের চারটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা আমাদের লেখা দিয়ে ডারউইন ডে কে ফিচার করে লেখা প্রকাশ করে। জামার্ন রেডিও বাংলা থেকে আমাদের সাক্ষাৎকার ধারণ করা হয়। ইনটারনেশনাল ডারউইন ডে উদযাপন কমিটির প্রেসিডেন্ট আর ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে আমরা চিঠি পাই, যেখানে তারা আমাদের তৈরি ডারউইন-ডে পেইজটিকে একটি 'টেম্পলেট' হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। এগুলো আমাদের শুধু নয়, মুক্তমনার সকল আনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য এক বিরাট গৌরবের ব্যাপার।

কিছুদিন আগেও ডারউইন-ডে নিয়ে খোদ্ পশ্চিমা বিশ্বেই তেমন কোন মাথা ব্যথা ছিলো না, বেচারা ডারউইনকে নিয়ে এতো এতো ঘটা করে একটি বিশেষ দিনে টানা-হ্যাঁচরা করারও প্রয়োজন ছিলো না বোধ হয় কারো। কিন্তু এ কয় বছরে সারা পৃথিবীতে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। অত্যন্ত ধূর্ত নব্য এক ধর্মবাদী আন্দোলন বিজ্ঞানের মুখোশ পরে খোদ বিবর্তনকেই বিজ্ঞানের এলাকা থেকে হটিয়ে দিতে ময়দানে নেমেছে আজ। বিজ্ঞানের বাঘছাল গায়ে জড়ানো মূলতঃ আমেরিকার এই বকধার্মিকেরা আবার নিজেদের তত্ত্বের এক গালভরা নামও খুঁজে পেয়েছে - 'ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন' বা আই.ডি। আসলে বাইবেল বা কোরানের ছয়দিনে বিশ্বসৃষ্টি আর নূহের প্লাবনের কেচ্ছা-কাহিনী গিলিয়ে আর বোধ হয় আর জনসাধারণকে ধর্মমুখী করে রাখা যাচ্ছিলো না; জন উইটকম্ব, হেনরী মরিস, ডুয়েন গিশ কিংবা হাল আমলের মরিস বুকাইলি আর হারুন ইয়াহিয়ারা যতই ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে সৃষ্টিতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে যতই প্রয়াসী হোন না কেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের কাছে সেগুলো সত্তুর বা আশির দশকেই 'বর্জ্য পন্য' হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছিলো। শুধু তো বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, রাজনৈতিক মঞ্চেও সৃষ্টিতত্ত্ব হটে গিয়েছিলো যখন আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৮৭ সালে এক ঐতিহাসিক রায়ে এই ধরনের ঐশ্বরিক সৃষ্টিতত্ত্বকে 'বৈজ্ঞানিক নয়' বরং 'রিলিজিয়াস ডগমা' হিসেবে চিহ্নিত করে দিলেন। কিন্তু ধর্মবাদীরা এতো সহজে হাল ছাড়বেন কেন! বিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য মুলতঃ তখন থেকেই তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো আরেকটু 'সফিসটিকেটেড' তত্ত্বের। আর সে প্লাটফর্মটি গড়বার জন্যই যেন আজ মাঠে নেমে পড়েছেন ফিলিপ জনসন, মাইকেল বিহে আর উইলিয়াম ডেম্বস্কি আর তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। তাদের সঙ্গায়িত আই.ডি নামধারী এই 'সফিসটিকেটেড'

বিটকেলে তত্ত্বের তেতো আর ঝাঁঝালো গন্ধে বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানী তো বটেই, যুক্তিবাদী সচেতন সকল মহলকেই অবশেষে নড়ে চড়ে বসতে হয়েছে, নতুন করে আরেকবার খুঁজে নিতে হয়েছে উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রতিভাধর এক মনীষীকে, নাম চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২)। বলা যায় এই অন্তর্মুখী চরিত্রের নিপাট ভাল মানুষটিই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে রূপকথা-মিছেকথা গুলো পুরে রাখবার হাত থেকে; নতুন করে তাকাতে সাহায্য করেছে আমাদের চিরচেনা এ জগতের দিকে- শতাব্দী প্রাচীন কেচ্ছা-কাহিনী দিয়ে নয় বরং বৈজ্ঞানিক আর যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে। রিচার্ড ডকিন্স তো প্রায়শঃই বলেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ রঙ্গমঞ্চে আসার আগে কারো পক্ষেই বোধ হয় পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি তত্ত্বকে অস্বীকার করে সত্যিকারের যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব ছিলো না!

আসলে পৃথিবীতে খুব কম বৈজ্ঞানিক ধারণাই কিন্তু জনসাধারণের মানসপটে স্থায়ীভাবে বিপ্লব ঘটাতে পেরেছে। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব এমনি বিপ্লবী তত্ত্ব, তেমনি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিবর্তনতত্ত্ব। এই তত্ত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে, কোন প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং আদিম এক কোষী প্রাণী থেকে শুরু করে এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে, আর পৃথিবীর সব প্রাণীই আসলে কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পুর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন শুধু এ ধরনের একটি বিপ্লবাত্মক ধারণা প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হননি, বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি (প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে) কিভাবে কাজ করে তার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন সবিস্তারে, প্রথমবারের মত ১৮৫৯ সালে 'প্রজাতির উদ্ভব' বা 'অরিজিন অব স্পিশিজ' বইয়ে। খুব অবাক হতে হয় এই ভেবে, যে সময়টাতে সৃষ্টি রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানী আর দার্শনিকই সবে ধন নীল-মনি ওই বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায়ে মুখ থুবরে পড়ে ছিলেন আর বাইবেলীয় গণনায় ভেবে নিয়েছিলেন পৃথিবীর বয়স সর্বসাকুল্যে মাত্র ৬০০০ বছর আর মানুষ হচ্ছে বিধাতার এক 'বিশেষ সৃষ্টি', সে সময়টাতে জন্ম নিয়েও ডারউইনের মাথা থেকে এমনি একটি যুগান্তকারী ধারণা বেরিয়ে এসেছিলো যা শুধু বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকেই তরান্বিত করেনি, সেই সাথে চাবুক হেনেছিলো আমাদের ঘারে সিন্দাবাদের ভুতের মত সওয়ার হওয়া সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারের বুকে। দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট এজন্যই বোধ হয় বলেছিলেন, 'আমাকে যদি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধারণাটির জন্য কাউকে পুরষ্কৃত করতে বলা হয়, আমি নিউটন, আইনস্টাইনদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় ডারউইনকেই বেছে নেব।' কাজেই ডারউইন দিবস আমাদের জন্য ডারউইনের দীর্ঘ শশ্রুমন্ডিত মুখচ্ছবির কোন স্তব নয়, বরং তাঁর যুগান্তকারী আবিস্কারের যথাযথ স্বীকৃতি, তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানের প্রতি নির্মোহ আর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। সে শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রকাশ হিসেবেই মুক্তমনা এ বছর বইমেলায় প্রাণের উদ্ভব, বিবর্তন ও বিকাশ নিয়ে প্রকাশ করেছে দুটি গ্রন্থ - 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' এবং 'বিবর্তনের পথ ধরে'। আমরা মনে করি বই দুটি অচীরেই পাঠক পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

আয়োজনে, আহ্বানে, আপ্যায়নে, অভিনবত্বে সব মিলিয়ে ডারউইন ডে আমাদের জন্য যেন এক ‘আবির্ভাব’। এ আবির্ভাব যেন ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার আর গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এক পুষ্পিত, মুকুলিত সেক্যুলার উৎসবের- যে উৎসব আকাশের কল্পিত রথের ঘোড়া থেকে মুখ সরিয়ে আমাদের নিয়ে আসে বাস্তব জগতে, নিয়ে আসে মাটির কাছাকাছি, আর পরিচয় করিয়ে দেয় ভুলে যাওয়া মাটির অকৃত্রিম সোঁদো গন্ধের সাথে।

ডারউইন দিবস উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

অভিজিৎ রায়
১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭